ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ননা করো,

প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহিত থাকেন. পূর্ব বাংলার জনগন কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য বুঝতে পারে. এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগঠন জনমত গড়ে তোলে. এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে বিভিন্ন ভাষা কমিটি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ও জনতার উদ্যোগে তমদ্দিন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালতের ভাষা করার প্রচার চালান, ঐ বছরই 15 সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু ? নামে একটি পুস্তিকা তারা রচনা করেন. এখানে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসাদির ভাষা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করার কথা বলেন.

□ ভাষার উপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই কামিল. পাকিস্তানি বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই বাংলা ভাষার উপর আঘাত করা হয়েছিল. পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরন শুরু করে. ফলে জনগনকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়. প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ন হয়ে

ভাষায় সাংস্কৃতিক পক্ষন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পাশের দিকে গুরুত্ব পেয়েছিল, বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে,

□ ১৯৪৭ খ্রিঃ পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর মুসলিম লিগের রক্ষণশীল অংশ পূর্ব বাংলার সমতায় বসে 'তুরেনদী পোষাহাটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের নীতি গ্রহন করে, প্রথমেই তারা বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আরবি, ফার্সি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহিত দিতে থাকেন, আরবি হরফে বাংলা লেখার ইচ্ছাও তখন ঘোষনা করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিঃ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালুর চেষ্টা করে, সরকার আরবিতে বাংলা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়, চালু হয় এধরনের অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র, সেখানে বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফের বই দেওয়া হতে থাকে, পূর্ববাংলার জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়, ফলে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে, প্রথমে প্রতিবাদে আসে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লিগের 'ভাষা কমিটি' এই কমিটির বক্তব্য ছিল পূর্ববাংলার মানুষকে অশিক্ষিত বানানোর জন্যেই শাসকদের এই ষড়যন্ত্র, প্রবল নিন্দা জানায় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস', প্রতিবাদে

যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রী সহ অনেকেই।

☐ পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রি: মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মহম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে, দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে, এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার অনেক সংস্কারের পরামর্শ দেওয়া হয়, নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা', কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয়নি বলেই তা শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

☐ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুরু থেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া, ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'; সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত, এই সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে, তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে যাবে, তমদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে, এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়, যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বলা লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে,